প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১২ জুন ২০০৮, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

সংবাদ সম্মেলনে ফজলে হাসান আবেদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণের দুরভিসন্ধি ব্র্যাকের নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্র্যাক শুধু প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা করবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কোনো দায়িত্ব ব্র্যাককে দেওয়া হয়নি। এ ধরনের কোনো দুরভিসন্ধি ব্র্যাকের নেই।

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ এ কথা বলেছেন। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে ব্র্যাক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চান। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষালাভের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। তাই সহযোগী হিসেবে কাজ করছে ব্র্যাক। বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কোনো সুযোগ নেই।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন ফজলে হাসান আবেদ—প্রথম আলো

কয়েক সপ্তাহজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাক ওই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। দেশের ২০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্র্যাকের পরীক্ষামূলক প্যাকেজ কর্মসূচি বাতিলের দাবিতে এসব সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ওই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে ব্র্যাকের একটি চুক্তি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো হবে বলে ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ঘোষণা দেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্র্যাকের শিক্ষকদের চেয়ে বেশি কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে হাসান আবেদ বলেন, শুধু বিএ, এমএ পাস করলেই ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না। এ জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। এ ছাড়া গত দুই সরকারের মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে এত দুর্নীতি হয়েছে যে অধিকাংশ নিয়োগ নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মান ভালো—এমন দাবি করে ফজলে হাসান আবেদ বলেন, নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া, অভিভাবক সভার আয়োজন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করা, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সব শিক্ষককে নিয়ে পর্যালোচনা সভার আয়োজনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবে।

এক প্রশ্নের জবাবে ফজলে হাসান আবেদ বলেন, ব্র্যাক কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সব দলের সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্র্যাকের কোনো কর্মী শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার পরও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের উপনির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম ও ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষা গবেষণা ইউনিটের সমন্বয়ক সমীর রঞ্জন নাথ প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্র্যাকের জনসংযোগ ও যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক এম আনোয়ারুল হক।